স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই পৌষ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 26th Dec. 1962 | ৩১শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই পৌষ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

গৃহস্থের বিপদ

—•—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কেহ নাই যজমানের বাড়ী পূজা-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান করেন। কয়েকদিন উপার্জ্জন কিছু না হওয়ায় আহারাদির একটু কষ্ট হইয়াছে। ঘরে কিছু না থাকিলেও এক হাঁড়িতে দু' চার দিন যেতে পারে এমন চাল আছে। মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—পিতৃপক্ষ পড়িয়াছে গঙ্গায় স্নান তর্পণ শেষ ক'রে ভাত রেঁধে কোন রকমে তাই গলাধঃকরণ ক'রে আজকার মত দিনগত পাপক্ষয় করিবেন। এমন সময়ে উঠানের এক পাশে একটি বেগুন গাছের দিকে নজর পড়ায় দেখলেন একটি বেগুন আছে। ব্রাহ্মণ এবার তরকারীর দায়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন—ভাত রাঁধবেন আর বেগুন পোড়া ব্যঞ্জন দিয়ে পোড়া উদরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন। একটি তামার কোশা ও কিঞ্চিৎ তিল ও যব তর্পণ করার জন্য সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গমন করলেন। স্নান শেষ ক'রে তাম্র পাত্রটি নিবেন এমন সময় ঘাটের যেখানে কোশা রাখিয়াছিলেন; গঙ্গার সেইখানে ভাঙ্গন ধরিয়া এক প্রকাণ্ড মাটির চাপ ধ্বসিয়া তাম্রপাত্রটি গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হইল। সগরকুল উদ্ধারের জন্য সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্ত্ত্যে আনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই কোশাটি নষ্ট করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন—বেটা ভগীরথ! তোর সগরকুল উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনার দরকার হয়েছিল। গঙ্গা আনলি, সগরকুল উদ্ধার করলি, কাজ হয়ে গেল, যেখানকার গঙ্গা সেখানে রেখে আয়! তা না ক'রে গঙ্গাকে লাগিয়ে দিলে গৃহস্থের পেছনে। কার জমি ভাঙছে, কার বাড়ী ভাঙছে, আমি গরীব ব্রাহ্মণ ওই হারামজাদার জন্য গেল আমার হাতের হাতিয়ার কোশা। এখন পূজা পার্ব্বণ কিসে করবো! নষ্টের মূল ওই ভগা বেটা! ব্রাহ্মণ করপাত্রেই শুধু গঙ্গাজলেই তর্পণ শেষ করে বাড়ীতে ফিরলেন। ভগীরথের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে কতকগুলি তালের বেগো উনন ধরার জন্য রন্ধনশালায় জমা করলেন। এইবার বেগুনটি আনার জন্য যেই উঠোনে নেমেছেন, চালের উপর এক হনুমান বসেছিল সে এক লাফে বেগুনটি নিয়ে যার বেগুন তারই চালে বসে তাকেই দন্ত বিকাশ ক'রে যেন ব্যঙ্গ করতে করতে সেটি ভক্ষণ করিয়া অন্য শিকার অন্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিল।

স্নানে গিয়া ব্রাহ্মণ সূর্য্যবংশ জাত ভগীরথের অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে তার কিছু প্রতিকার করতে না পেরে তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছেন গালাগালি দিয়ে। হনুমানও সূর্য্যবংশধর রামচন্দ্রের আনীত। ব্রাহ্মণের যদি সে ক্ষমতা থাকতো তবে আজ সূর্য্যবংশের দফা শেষ করতেন। বলতে আরম্ভ করলেন—বেটা রামা রাবণ তোর বউ চুরি করলে, সীতা উদ্ধারের জন্য হনু বাঁদরের খোসামোদ করলি। বাঁদরের মিতা হলি। তোর সীতা উদ্ধার হলো যেখানকার হনু বাঁদর সেখানে রেখে আয়। দিলে ব্যাটা সবকে গেরস্তের পেছনে ছেড়ে। যেমন বেটা ভগা, তেমনি ব্যাটা রামা। বেগুনটা পুড়িয়ে পিত্তি গিলবো মনে করেছিলাম। বরাতে নাই কি করবো। ব্যাটারা আবার অবতার।

এইবারে ব্রাহ্মণ চকমকি ঠুঁকে তালের বেগোতে আগুন ধরিয়ে ফুঁ দিচ্ছেন এমন সময়ে এক বৈষ্ণব বাবাজী পায়ে নূপুর লাগিয়ে হাতে একতারা নিয়ে দরজায় এসে নেচে নেচে গান ধরলে—

গৌর কিছু দাও হে পুঁজি,
এ ভবে দোকান করি।
গৌর কিছু দাও হে পুঁজি।
তোমার পুঁজি পেলে পরে,
মাল আনিব সস্তা দরে,
ধার বাকিতে দিব ছেড়ে
যা করে গৌর হরি।
গৌর কিছু দাও হে—

ব্রাহ্মণ ভগীরথকে আর রামকে শুধু গালাগাল দিয়েই ছেড়েছেন। ভগীরথের আনা গঙ্গা বা রামের আনা হনুমানের কিছু করতে পারেন নি।

রান্নাঘরে বসে স্বগত বলতে লাগলেন আর এক অবতারের লীলা দেখ—বেটা চৈতনা—বাপু বৈষ্ণব তৈরী করলি বেশ করলি, খেটে খুটে খেতে বল্ তা না ক'রে দিলে বৈরাগীর ঝাঁক ছেড়ে এই গরীব গেরস্তদের পেছনে। ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে উনন ধরালাম। হাঁড়িতে চাল দিব এমন সময়ে বেটা নেচে নেচে উত্যক্ত করতে এলো—গৌর কিছু দাও হে পুঁজি—গৌর যদি পুঁজি দিবে তু বেটা আমাদের পেছনে লাগলি কেন? এইবার সেই অনন্ত তালের বাগড়ো নিয়ে ছুটলো বাবাজীর পেছনে। বাবাজী নূপুর পায়ে দিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দ ক'রে ছুটছে। নূপুরের আওয়াজ আস্বাদ ক'রে তাড়া করছে। ব্রাহ্মণ চোকে ভাল দেখে না। লোকে বাবাজীকে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে—তুমি নূপুর খুলে ছুটে যাও। ও দেখতে পায় না। ঝন্‌ঝনি আওয়াজ শুনে তোমার পেছন নিচ্ছে। ব্রাহ্মণ বলছেন—গঙ্গার কিছু করতে পারিনি, হনুমান বেটার কিছু করতে পারিনি। তু বেটা কতদূর যাবি চল্ তোকে ছাড়বো না। ব্রাহ্মণ শেষকালে বাবাজীর চুল ধ'রে ঘা কতক মেরে গঙ্গা, হনুমান আর তার উপরের রাগ ঠাণ্ডা ক'রে ঘেমে বাড়ী গেল তখন উনন নিবিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের খাওয়া হবে না বলে এক প্রতিবেশী দৈ, চিড়ে, চিনি দিলে। তাই খেয়ে তিনি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বল্লেন—

দেশ মজালে তিনজনা
ভগা-রামা-চৈতনা।

আসন্ন পাক-ভারত আলোচনা

ঢাকা, ২৪শে ডিসেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আজ সায়াহ্নে এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, তাঁহার মনে হয়, আগামী ২৭শে ডিসেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে মন্ত্রিপর্য্যায়ে যে ভারত-পাকিস্তানী আলাপ-আলোচনা শুরু হইবার কথা আছে, তাহা চালাইয়া যাইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, ইহার কারণ এই যে, ভারত ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ

নিরাপত্তা বহুলাংশে এই উভয় দেশের মধুর সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে।

জনৈক সাংবাদিক এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু সম্প্রতি এই মর্ম্মে বিবৃতি দিয়াছেন যে, চীন-ভারত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ খুবই ক্ষতিকর হইবে: কাজেই ভারতের সহিত পাকিস্তানের আলোচনা আরম্ভ করার কি কারণ থাকিতে পারে? উত্তরে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বলেন: আসন্ন আলাপ-আলোচনা কিভাবে অগ্রসর হয়, তাহা আমরা লক্ষ্য করিব। তাঁহাদের (ভারত) নিকট আমরা প্রমাণ করিব যে, তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করার যদি কিছু ঝুঁকি থাকে, তবে প্রতিকূল ঘটনাবলীর বিরুদ্ধেও আইন-সঙ্গত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়। তবে সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত কতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

রাওয়ালপিণ্ডি বৈঠকের তারিখ পরিবর্তিত
২৭শে ডিসেম্বর আলোচনা আরম্ভ

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৪শে ডিসেম্বর—আজ এখানে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, কাশ্মীর ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এখানে পাক-ভারত মন্ত্রি-পর্য্যায়ের বৈঠক পূর্বে নির্ধারিত ২৬শে ডিসেম্বরের পরিবর্তে ২৭শে ডিসেম্বর শুরু হইবে।

বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্য পাকিস্তানের ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রী জি পার্থসারথি করাচী হইতে আজ এখানে পৌঁছিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি এখানে পাকিস্তানী মন্ত্রীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

সেনা-বাহিনীতে ম্যাট্রিক প্রার্থীদের নিম্নলিখিত শারীরিক মান নির্দ্ধারিত হইয়া পরবর্ত্তী সংবাদে প্রচারিত হইয়াছে।

বয়স—১৭ হইতে ২৫ বৎসর
উচ্চতা—৫'৩"
ওজন—১০৫ পাঃ
বুক—৩০"-৩২"

বহরমপুর (পঃ বঃ) নাব রিক্রুটিং অফিসে যোগাযোগ করুন।

সেনাবাহিনীতে লোক সংগ্রহ

বহরমপুরের 'বাবুলবোনা' কুঠিতে প্রত্যহ নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। জেলাবাসীর সুবিধার জন্য বহরমপুরে বাবুলবোনা কুঠিতে একটি লোক নিয়োগ-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বহু রকমের চাকরী খালি আছে। অতএব জেলার যুবকগণ এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করুন।

১। সেনাবাহিনীর সাধারণ বিভিন্ন কাজ ও সিপাই-এর জন্য চাই :—

(ক) বয়স ১৭ বছর থেকে ২৫ বছর (খ) শিক্ষা কম-পক্ষে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত; (গ) উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি (ঘ) ওজন কমপক্ষে ১০৫ পাউণ্ড; (ঙ) বুকের ছাতি কমপক্ষে ৩০" থেকে ৩২"।

মুসলমান ও খৃষ্টান প্রার্থীদের যোগ্যতা চাই

(ক) বয়স ১৭ বছর থেকে ২৫ বছর; (খ) শিক্ষা কমপক্ষে ৪র্থ শ্রেণী; (গ) উচ্চতা ৫'—৬" (ঘ) ওজন ১২০ পাউণ্ড; (ঙ) ছাতি ৩২" থেকে ৩৪"।

(প্রাক্তন সৈনিকদের ক্ষেত্রে বয়সের সীমা ৪৫ বছর পর্য্যন্ত)

২। সেনাবাহিনীতে টেকনিক্যাল ও কেরাণী বিভাগে চাই :—

(ক) বয়স ১৭ বছর থেকে ২৫ বছর; (খ) শিক্ষা কমপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশ; (গ) উচ্চতা ৫'—৩" (ঘ) ওজন ১০৫ পাউণ্ড; (ঙ) ছাতি ৩০"—৩২"।

৩। বয়েজ নেভির জন্য চাই :—

(ক) বয়স—১৫½ থেকে ১৬½ বছর; (খ) শিক্ষা—কমপক্ষে ১০ম শ্রেণী; (গ) উচ্চতা ৫'—৪"; (ঘ) ওজন ৯৪ পাউণ্ড; (ঙ) ছাতি ২৯"—৩১"।

৪। আর্টিফিসার এ্যাপ্রেন্টিস পদের জন্য চাই :-

(ক) বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছর; (খ) শিক্ষা কমপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশ; (গ) উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি; (ঘ) ওজন ৯৪ পাউণ্ড; (ঙ) ছাতি ২৯"—৩১"।

উক্ত সব রকমের চাকুরীতে বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান, পোষাক ও চিকিৎসা এবং নগদ স্কুল ফাইনাল পাশের ক্ষেত্রে মাসিক ৭৭·৫০ এবং তার নীচে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, তারা ৬২·৫০ পাইবে

বিঃ দ্রঃ—শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সার্টিফিকেট এবং চরিত্রের সার্টিফিকেট সহ নিয়োগকেন্দ্রে আসতে হবে। বয়েজ নেভির ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি-পত্রও আনতে হবে। কেরাণী পদের জন্য বয়সের সীমা ৪ বছর বাড়ানো হয়েছে।

—জেলা প্রচার অফিস, মুর্শিদাবাদ

নবগ্রামে বিনোবা-নেহরু নিভৃত বৈঠক

গত ২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভূদানযজ্ঞ নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শান্তিনিকেতন হইতে এখানে আসিলে প্রায় লক্ষ লোকের জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়।

আচার্য ভাবের সঙ্গে দীর্ঘ নিভৃত আলোচনার শেষে শ্রীনেহরু অপরাহ্ণে এক বিরাট জনসভায় বলেন যে, আচার্য্যের বাণী 'জয় জগৎ' নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ' এই বাণীর চেয়ে ব্যাপক। কিন্তু বর্তমানে 'জয় হিন্দ'-এর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি জনতাকে অনুরোধ জানাইলে লক্ষ কণ্ঠের 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে সভা মুখরিত হইয়া উঠে।

শ্রী নেহরু আরও বলেন, 'সব কিছু দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। কোন আক্রমণই আমরা সহ্য করব না।' প্রধানমন্ত্রী শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ইউনিটরূপে গ্রামগুলির পুনর্গঠনের জন্য ভূদান ও গ্রাম দান আন্দোলনের প্রশংসা করেন।

জঙ্গিপুর হইতে বহুলোক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও আচার্য্য বিনোবা ভাবে দর্শনের জন্য রিক্সা, সাইকেল ও মোটরযোগে নবগ্রাম গমন করিয়াছিলেন।

শিক্ষক আবশ্যক

পাউলী জুনিয়ার হাই স্কুলের জন্য একজন B. Sc. পাশ শিক্ষক আবশ্যক। বেতন গভর্ণমেণ্ট স্কীম অনুযায়ী।

সেক্রেটারী, পাউলী জুনিয়ার হাই স্কুল।
পোঃ খেরুর, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

পামারি

খোস, পাঁচড়া, একজিমা ও চুলকুনি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।